مكتبة الهمّة

মাকতাবাতুল হিম্মাহ
দাওলাতুল ইসলাম

আকিদা ও ফিকহ

প্রথম স্তর

আকিদা ও ফিকহ

প্রথম স্তর

মাকতাবাতুল হিম্মাহ

مكتبة الهمّة

মাকতাবাতুল হিম্মাহ

দাওলাতুল ইসলাম

নববি মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত খিলাফাহ

প্রথম প্রকাশ

জুমাদা আল-আওয়াল

হিজরি ১৪৪৭

আকিদা

সূচিপত্র

প্রথম পাঠ

প্রত্যেকের জন্য যে ইলম অর্জন করা ফরজ

এই পাঠে তুমি যা যা শিখবে:

১. কোন ইলম অর্জন করা প্রত্যেকের জন্য ফরজ।

২. তুমি ইসলাম নিয়ে গর্বিত হবে এবং এই মহান নেয়ামতের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে।

৩. আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসতে শিখবে।

তোমার রব কে?	আমার রব আল্লাহ।
তোমার দ্বীন কী?	আমার দ্বীন ইসলাম।
তোমার নবী কে?	আমার নবী মুহাম্মাদ ﷺ।

যিকর:

رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا

আমি আল্লাহকে রব হিসেবে এবং ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।

আমি গুরুত্ব সহকারে সকাল ও সন্ধ্যায় এই যিকরটি তিনবার করে পাঠ করি।

অনুশীলনী

১. নিচের ফাঁকা স্থানগুলো যথাযথ শব্দ দিয়ে পূরণ করো:

আমার রব ....
আমার দ্বীন ....
আমার নবি ....

২. সকাল-সন্ধ্যায় আমি যে যিকরটি পাঠ করি তা কী?

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

১. মানুষের উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহ বোঝানো যে, তিনি তাদেরকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের বিভিন্ন নিয়ামত দিয়েছেন, যেন তারা এগুলোর মাধ্যমে তাঁর ইবাদত করতে পারে।

২. এ বিষয়ে আলোচনা করবেন যে, আল্লাহর বড় একটি নিয়ামত হলো— তিনি তাঁর বান্দাদের নিকট রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ ﷺ কে পাঠিয়েছেন; সুতরাং যে কেউ তাঁর আনুগত্য করবে সে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল ও সৌভাগ্যবান হবে ।

৩. আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য যে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছেন, তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

আজ আমি তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, এবং তোমাদের উপর আমার পূর্ণ নিয়ামত দান করলাম, আর তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলামের উপরই সন্তুষ্টি হলাম। [সূরা মায়েদা, আয়াত ০৩]

৪. নিম্নোক্ত যিকরের ফযিলত বর্ণনা করা। নবী ﷺ বলেছেন:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ

কোনো বান্দা যদি সকাল বিকেল এই যিকরটি পড়ে—‘আমি আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ ﷺ কে নবী হিসেবে মেনে নিয়েছি’—তাহলে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার অধিকারি হিসেবে গণ্য হয়।

দ্বিতীয় পাঠ

আল্লাহ তাআলা আসমানে, তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার নিয়ামত দিয়ে লালন পালন করছেন!

এই পাঠে তুমি শিখবে:

১. আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্ত্ব।

২. সৃষ্টিজীবের উপর আল্লাহ তাআলা সুউচ্চ ও সমুন্নত।

৩. তোমার নিজের উপর ও অন্যান্য মানুষের উপর আল্লাহর কিছু নেয়ামতের বিবরণ।

তোমার রব কে? আমার রব আল্লাহ।

আল্লাহ কোথায়? আল্লাহ আসমানে আছেন।

কে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহই আমাকে সৃষ্টি করেছেন।

কে তোমাকে তাঁর নিয়ামত দ্বারা লালন-পালন করছেন? আল্লাহ। তাআলা আমাকে তাঁর নিয়ামত দ্বারা লালন-পালন করছেন।

অনুশীলনী

প্রশ্ন: তোমার রব কে?

প্রশ্ন: আল্লাহ কোথায়?

প্রশ্ন: কে তোমাকে সৃষ্টি করেছে

প্রশ্ন: কে তোমাকে তাঁর নিয়ামত দ্বারা লালন-পালন করছেন?

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

১. সহীহ মুসলিমে মুআবিয়া ইবনুল হাকাম আস-সুলামি (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদিসটি আলাচনা করবেন, তিনি বলেছেন: "আমার একটি দাসী ছিল যে ছাগল চরাত। আমি গিয়ে দেখি একটি বাঘ একটি ছাগল ধরে নিয়ে গেছে। আমি রাগ করে তাকে চড় মারি। এরপর আমি নবী ﷺ এর নিকট এসে ঘটনাটি বললে, তিনি জিজ্ঞাসা করেন: 'আল্লাহ কোথায়?' সে বলল: 'আসমানে।' তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন: 'আমি কে?' সে বলল: 'আপনি আল্লাহর রাসূল।' তখন নবী ﷺ বলেছেন: 'তাকে মুক্ত করে দাও, সে একজন ঈমানদার।'"

২. "তিনি আমাকে তাঁর নিয়ামত দ্বারা লালন-পালন করেছেন"—এর অর্থ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবেন, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রিযিক ও নেয়ামত দ্বারা জীবিকা দান করেন ।

৩. প্রকাশ্য নিয়ামতের মধ্যে আছে: নিরাপত্তা, সুস্থতা এবং অপ্রকাশ্য নিয়ামতের মধ্যে আছে: ঈমান, ইসলাম এবং হিদায়াত।

৪. শিক্ষার্থীদের অন্তরে আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ত্ব গেঁথে দিবেন।

তৃতীয় পাঠ

আমি কীভাবে আমার রবকে চিনব?

এই পাঠে তুমি শিখবে:

১. আল্লাহর কিছু সৃষ্টি ও নিদর্শন।

২. আল্লাহর নিদর্শন ও সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা।

৩. মৃত্যুর পর আল্লাহ তাআলাই মানুষকে বিচার ও প্রতিদানের জন্য পুনর্জীবিত করেন।

আমি আমার রবকে চিনতে পারি তাঁর নিদর্শন ও সৃষ্টিজগতের মাধ্যমে। যেমন: রাত, দিন, আসমান, যমিন।

তিনিই আল্লাহ, যিনি আমাকে জীবন দিয়েছেন, তারপর তিনিই মৃত্যু দিবেন এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে।

অনুশীলনী

১. প্রশ্ন: তুমি কীসের মাধ্যমে তোমার রবকে চিনতে পারো?

২. প্রশ্ন: কে তোমাকে জীবন দিয়েছেন এবং পরে মৃত্যু দিবেন?

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা।

১. জন্ম-মৃত্যু ছাড়াও আল্লাহর অন্যান্য কাজের দৃষ্টান্ত সম্পর্কে আলোচনা করা, যেমন: বৃষ্টি বর্ষণ, উদ্ভিদের উৎপন্ন করা, দোআ কবুল করা, বিপদ ও চিন্তা থেকে মুক্তি দেওয়া।

২. শিক্ষার্থীদের আল্লাহর নিদর্শন ও সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে উৎসাহ দেওয়া।

৩. "নুশূর" অর্থ ব্যাখ্যা করা: মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান, যাতে বিচার ও প্রতিদান দেওয়া হবে।

৪. শিক্ষার্থীদের অন্তরে পুনরুত্থানের প্রতি ঈমান গেঁথে দেওয়া।

চতুর্থ পাঠ

আল্লাহ হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা

এই পাঠ শেষে তুমি-

১. আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করতে শিখবে, ফলে তার বড়ত্ব অনুধাবন করতে পারবে।

২. মানুষের উপর আল্লাহর নিয়ামত বর্ণনা করতে পারবে।

৩. আল্লাহর বিশাল সৃষ্টিজগতের মাধ্যমে মহামহিম স্রষ্টার বড়ত্বের প্রমাণ দিতে পারবে।

প্রথমাংশ

আল্লাহই আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ।

অনুশীলনী

১. যথাযথ শব্দ দিয়ে নিচের শূন্যস্থান পূরণ করো :

ক. ..... যিনি সকল সৃষ্টির স্রষ্টা।

খ. ...... যিনি আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছেন

গ. .... যিনি সূর্য ও চাঁদ সৃষ্টি করেছেন

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা :

১. সুবিশাল এই সৃষ্টিজগৎ আল্লাহর বড়ত্ব এবং তিনিই ইবাদতের একমাত্র যোগ্য—এর সুস্পষ্ট প্রমাণ।

২. এই পাঠের ব্যাখ্যা শ্রেণিকক্ষের বাইরে করলে বেশি ভালো হবে। যেন শিক্ষার্থীরা আকাশ, পৃথিবী, গাছপালা প্রভৃতি সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর কুদরত অনুধাবন করতে পারে।

৩. শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টির উদাহরণ বের করে আনা।

৪. শিক্ষার্থীদের আল্লাহর সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা করতে উৎসাহ দেওয়া, যেন তারা তাঁর মহত্ত্ব অনুভব করতে পারে।

দ্বিতীয় অংশ

এই পাঠের লক্ষ্য

১. ছাত্ররা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করবে।

২. ছাত্ররা এ ব্যাপারে আলোচনা করবে যে, আল্লাহ তাআলা সকল কিছুর স্রষ্টা।

৩. তারা এটা অনুধাবন করবে যে, সকল কিছুর স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা একমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত।

আল্লাহ তাআলা ঐ সত্তা যিনি পর্বতমালা, সমুদ্র ও গাছগাছালি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ ঐ সত্তা যিনি সকল মাখলুক সৃষ্টি করেছেন।
আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। [সূরা যুমার, আয়াত ৬২]
তাই আমাদের উপর আবশ্যক হল কেবল তারই আনুগত্য করা, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং অন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।
আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

الَّذِي جَعَلَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ
ۖفَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন।
যিনি তোমাদের জন্য যমিনকে বিছানা ও আসমানকে ছাদস্বরুপ বানিয়েছেন এবং আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন যা দ্বারা তোমাদের জন্য রিযিকস্বরুপ বিভিন্ন ফল ফলাদি উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জেনে বুঝে তার কোন সমকক্ষ বানিও না।[সূরা বাকারা, আয়াত ২১-২২]

পূর্বসূরী আলেমগণ বলেছেন: ইবাদতের একমাত্র উপযুক্ত তিনিই যিনি এই সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন।

অনুশীলনী

১. আল্লাহর যে কোন তিনটি সৃষ্টি সম্পর্কে লিখ।
২. আল্লাহই সকল কিছুর স্রষ্টা, পবিত্র কোরআন থেকে এর দলিল দাও।
৩. উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে নিম্নোক্ত শূন্যস্থান পূর্ণ কর।
* সূর্যের উপকারিতা হল -------।
* চন্দ্রের উপকারিতা হল --------।

শিক্ষক নির্দেশিকা :
১. সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই এ বিষয়ে আলোচনা করা।
২. সকল কিছুর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই ইবাদত করা আবশ্যক এ বিষয়ে আলোচনা করা।
৩. আল্লাহর কিছু সৃষ্টিসমূহের উপকার বর্ণনা করা। যেমন পাহাড়, গাছ, চন্দ্র,

সূর্য ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

আর তিনিই ঐ মহান সত্তা যিনি সমুদ্রকে সুনিয়ন্ত্রিত করেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারো, তাজা মাছ-গোশত এবং তা থেকে আহরণ করতে পারো অলংকারাদি। যা তোমরা ব্যবহার করতে পারো। আর তুমি দেখতে পাও, নৌযানগুলো জলের বুক চিরে চলাচল করে। আর যেন তোমরা আল্লাহর কিছু অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো আর যেন তোমরা শোকরগুযার হতে পারো। [সূরা নাহল আয়াত ১৪-১৫]

পঞ্চম পাঠ

আল্লাহর নিদর্শন ও তার অত্যাশ্চর্য সৃষ্টিজগত নিয়ে চিন্তা করা।

এই পাঠের লক্ষ্য :

১. শিক্ষার্থী যেন আল্লাহর সৃষ্টিতে তাঁর মহত্বের দিকগুলো বর্ণনা করতে পারে।

২. শিক্ষার্থী যেন আল্লাহর নিদর্শন ও সৃষ্টিজগৎ নিয়ে চিন্তা করতে শেখে।

৩. শিক্ষার্থী যেন সৃষ্টিজগত ও নিদর্শনের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার মহত্ব বুঝতে পারে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

যারা দাঁড়িয়ে, বসে, এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা করে বলে—‘হে আমাদের রব! আপনি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করেননি; আপনি পুত:পবিত্র! সুতরাং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।’ [সূরা আল-ইমরান: ১৯১]

(কবি বলেছেন) আশ্চর্যান্বিত হই, কিভাবে আল্লাহর অবাধ্যতা করা হয়, অথবা কিভাবে তাকে অস্বীকার করা হয়। অথচ প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে তার

একত্ববাদের প্রমাণ।

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা :

১. শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে মহত্ত্বের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা।

২. আল্লাহর নিদর্শন নিয়ে চিন্তা করা ঈমান বাড়ায়, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও মহব্বত জাগায়—এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা।

৩. শিক্ষার্থীদের তাদের চারপাশের সৃষ্টিজগৎ নিয়ে গভীর চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করা এবং এসব সৃষ্টির উপকারিতাও বুঝিয়ে দেওয়া।

ষষ্ঠ পাঠ

আল্লাহ রিজিকদাতা

এই পাঠে তুমি শিখবে:

১. আল্লাহর কিছু নেয়ামতের বিবরণ।

২. রবের নিয়ামতের প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন।

৩. আমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি এবং দেহের শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা আল্লাহর দান।

প্রথম অংশ

আল্লাহই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

আল্লাহই আমাদের খাদ্য ও পানীয় দান করেন।

আল্লাহই আমাদেরকে দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি দান করেছেন।

অনুশীলনী

১. প্রশ্ন: কে আমাদের খাদ্য ও পানীয় দেন?

২.নিচের শূন্যস্থান যথাযথ শব্দ দিয়ে পূরণ করো:

ক. দৃষ্টিশক্তির নিয়ামতের মাধ্যমে আমি লাভ করেছি................!

খ. শ্রবণশক্তির নিয়ামতের মাধ্যমে আমি লাভ করেছি................

গ. বুদ্ধিমত্তার নিয়ামতের মাধ্যমে আমি লাভ করেছি...................

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা:

১. বৃষ্টির উপকারিতা উল্লেখ করা।

২. পানির নিয়ামতের গুরুত্ব, অপচয়ের নিষেধ এবং এটি যে অনেকের জন্য দুর্লভ নিয়ামত—এগুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সতর্ক করা।

৩. নিয়ামতের শুকরিয়া তা বৃদ্ধির কারণ, আর অকৃতজ্ঞতা দুনিয়া আখেরাতে আল্লাহর শাস্তির কারণ, এই বিষয়ে সতর্ক করা।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

স্মরণ কর ঐ সময়কে যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন যে, যদি তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কৃতজ্ঞতা আদায় কর তাহলে আমি তোমাদেরকে আরো বাড়িয়ে দিব, আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে মনে রেখো নিশ্চয়ই আমার শাস্তি অনেক কঠোর। [সূরা ইব্রাহীম আয়াত ৭]

৪. শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির বিশাল উপকারিতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের স্মরণ করিয়ে দিবেন ।

৫. আল্লাহ আমাদেরকে যে সব নেয়ামত দিয়েছেন—খাদ্য, পানীয়, শ্রবণ, দৃষ্টি, শক্তি ও বুদ্ধি—তা আল্লাহর আনুগত্যে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে দিয়েছেন, এই বাস্তবতা শিক্ষার্থীদের মনে গেঁথে দেওয়া।

দ্বিতীয় অংশ

এ পাঠ শেষে তুমি-

১. আল্লাহ তায়ালা রিযিকদাতা হওয়ার ব্যাপারে কুরআন থেকে দলিল জানতে পারবে।

২. তোমার প্রতি আল্লাহর মহান নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করতে শিখবে।

৩. সব সময়ই রবের কাছে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নেয়ামত প্রার্থনা করবে।

আল্লাহ তাআলাই রিযিকদাতা, যিনি আমাদেরকে এবং সকল সৃষ্টিকে রিযিক দেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলাই রিযিকদাতা এবং মহাশক্তিধর। [সূরা যারিয়াত আয়াত ৫৮]

আল্লাহ তাআলাই আমাদেরকে সুস্থতা, জীবিকা ও নিরাপত্তা দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ

তারা যেন এই ঘরের রবের ইবাদাত করে, যিনি তাদেরকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় আহার দান করেছেন, আর ভয়ের সময় নিরাপত্তা দান করেছেন। [সূরা কুরাইশ আয়াত ৩-৪]

সুতরাং আমার উপর আবশ্যক হল, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা, যিনি আমাকে সর্ববস্থায় রিযিক দান করেন।

অনুশীলনী

১. কে সকল কিছুর রিযিকদাতা?

২. আল্লাহর নিয়ামতসমূহের মধ্যে দুটি নিয়ামত উল্লেখ কর।

৩. উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ কর।

* মুসলমান প্রত্যেক নিয়ামত অর্জনের পর শুকরিয়া আদায় করে বলবে ------!

* আল্লাহ তাআলা যদি জমিনে বৃষ্টি বর্ষণ না করেন, তাহলে -----!

* আল্লাহ তাআলা যদি জমিনে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তাহলে----!

শিক্ষক নির্দেশিকা

১. রিযিক একমাত্র আল্লাহ তাআলাই দেন, এ ব্যাপারে আলোচনা করবেন।

২. ছাত্রদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন, যেন তারা আল্লাহর কাছে সুস্থতা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করে।

৩. প্রত্যেক নেয়ামতের ক্ষেত্রে আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ে উদ্বুদ্ধ করবেন।

৪. আল্লাহর নিয়ামত সম্পর্কে বেশি বেশি আলোচনা করবেন, কারণ সালাফগণ বলতেন নিয়ামতের আলোচনা নিয়ামতদাতার প্রতি মহব্বত বাড়ায়।

সপ্তম পাঠ

আমি আমার রব আল্লাহর ইবাদত করি, আমি তাঁর ইবাদতের ক্ষেত্রে কাউকে শরিক করি না।

এই পাঠের উদ্দেশ্য:

১. শিক্ষার্থী যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য কোনো ইবাদত না করে।

২.শিক্ষার্থী যেন ইবাদত পদ্ধতি মনে রাখতে পারে।

৩. শিক্ষার্থী যেন ইবাদতের শিরক থেকে সতর্ক থাকে।

৪. শিক্ষার্থী যেন বুঝতে পারে—শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ, আর কেউ যদি শিরকের অবস্থায় মারা যায় তবে আল্লাহ তা ক্ষমা করেন না। এছাড়া সব গুনাহ ক্ষমা করেন।

আমি মুসলমান, আমি একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করি এবং ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাঁর সাথে কাউকে শরিক করি না।

আমি মুসলমান, আমি আল্লাহকে ভালোবাসি, তাঁর আনুগত্য করি এবং তাঁর অবাধ্য হই না।

আমি মুসলমান, আমি কেবলমাত্র আল্লাহকেই ভয় করি, তাঁর শত্রুদের ভয় করি না।

আমি মুসলমান, আমি কেবল আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করি, তিনি ছাড়া আমি আর অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করি না।

আল্লাহর ইবাদতে শিরক করা সবচেয়ে বড় গুনাহ এবং এটি সবচেয়ে নিকৃষ্ট অপরাধ।

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো: “আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি?” তিনি বলেছেন, "তুমি আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার

স্থাপন করো অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" [সহিহ বুখারি ও মুসলিম]
যে ব্যক্তি শিরক করে মুশরিক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে আল্লাহ তাআলা তাকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না!
আল্লাহ বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করাকে ক্ষমা করেন না, তবে তিনি যাকে ইচ্ছা, এর চেয়ে কম অপরাধ ক্ষমা করেন। [সূরা আন-নিসা: ৪৮]

যে ব্যক্তি শিরকের ওপর মৃত্যু বরণ করে, তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যায় এবং তার ঠিকানা হয় জাহান্নাম। আল্লাহ বলেছেন:

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ

নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার ঠিকানা হয় জাহান্নাম। [সূরা আল-মায়িদা: ৭২]

অনুশীলনী

১. শূন্যস্থান পূরণ কর।
মুসলমান একমাত্র.........ডাকে?
মুসলমান.........শত্রুদের ভয় করে না?

মুসলমান...........সাথে কাউকে শরিক করে না?

মুসলমান কেবল..........ওপর ভরসা করে?

২. সুন্নাহ থেকে প্রমাণ দাও—আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় গুনাহ কী?

৩. কুরআনের দলিল দাও—যদি কেউ শিরকের ওপর মরে, তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না।

৪. কুরআনের দলিল দাও—যে শিরক অবস্থায় মরে তার জন্য জান্নাত হারাম হয় এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম।

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা

১. শিক্ষার্থীর সামনে তাওহীদের গুরুত্ব বয়ান করবেন এবং তাদেরকে বোঝাবেন যে, সকল মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য।

২. শিক্ষার্থীদেরকে কিছু ইবাদতের ধরন শেখানো—যেমন: নামায, রোযা, দোয়া, কোরবানি, জিহাদ ইত্যাদি। এবং এগুলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য নিবেদন করা যাবে না।

৩. শিক্ষার্থীদের শিরক থেকে সতর্ক করা—কারণ এটি সবচেয়ে বড় গুনাহ, এবং যে ব্যক্তি শিরকের ওপর মৃত্যুবরণ করে, তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে না।

৪. বুঝিয়ে দেওয়া যে পূর্বের মুশরিকরা যেমন আল্লাহর সাথে অংশীদার করেছিল, তেমনি আজকের যুগের মুশরিকরাও শিরক করে, তারা আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর জন্য মধ্যস্থদের সাহায্য চায়।

৫. শিক্ষার্থীদের মনে সাহসিকতার গুণ সৃষ্টি করা, যাতে তারা আল্লাহর শত্রুদের (খ্রিষ্টান, রাফেজি, ধর্মনিরপেক্ষ) ভয় না করে।

অষ্টম পাঠ

ইসলাম আমার দ্বীন; আমি এর বাইরে কোনো ধর্ম নিয়ে সন্তুষ্ট নই!

এই পাঠ শেষে তুমি জানতে পারবে-
১. ইসলামই আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দীন- এর নকলি দলিল।
২. ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্ম ও মতবাদ বাতিল।
৩. যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তারা সবাই কাফের।
আমার ধর্ম ইসলাম; আমি মুসলমান। ইসলামের ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম আমি গ্রহণ করি না।
আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। [সূরা আলে ইমরান আয়াত ১৯]
ইসলাম ব্যতীত সব ধর্ম ও মতবাদ বাতিল। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

যে ব্যক্তি ইসলামের বাইরে অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করে, তা তার কাছ থেকে কখনো গ্রহণ করা হবে না। [সূরা আলে ইমরান: ৮৫]
যে কেউ ইসলামে প্রবেশ করেনি, সে কাফের।

ইহুদি, খ্রিষ্টান, সাবিই, অগ্নিপূজক (মজুস), হিন্দু, বৌদ্ধ, রাফেজি, ইয়াজিদি এবং অন্যরা কাফের।

অনুশীলনী

১. তোমার দ্বীন কী?

২. কুরআন থেকে প্রমাণ দাও যে ইসলামই হচ্ছে সঠিক দ্বীন।

৩. কুরআন থেকে প্রমাণ দাও—আল্লাহ ইসলাম ছাড়া আর কোনো দ্বীন গ্রহণ করবেন না।

৪. শূন্যস্থান পূরণ কর উপযুক্ত শব্দ দিয়ে:

ইসলাম ছাড়া সব ধর্ম _______।

যে ইসলাম ছাড়া মৃত্যু বরণ করে সে যাবে ________।

ইহুদি, খ্রিষ্টান, সাবিই, অগ্নিপূজক ও অন্যান্যরা _______।

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা:

১. এই মহান দ্বীনের বিভিন্ন গুণাবলি আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করা।

২. শিক্ষার্থীদের বোঝানো যে, একমাত্র খাঁটি তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা'ই হলো জান্নাতে যাওয়ার ও জাহান্নাম থেকে রেহাই পাওয়ার উপায়।

৩. ইসলাম ছাড়া সব ধর্ম বাতিল—এবং তা অনুসরণকারীরা যে কাফের, বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝানো।

৪. ইহুদি, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজক, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইয়াজিদি ইত্যাদি ভ্রান্ত আকিদাগুলোর কিছু দিক সহজ ও শিক্ষণীয়ভাবে ব্যাখ্যা করা।

শিক্ষার্থীদের বোঝানো যে, ইসলাম গ্রহণ করে মারা গেলে সে জান্নাতে যাবে, আর ইসলাম ব্যতিরেকে মারা গেলে সে জাহান্নামে যাবে।

নবম পাঠ

ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি ও তার মূলনীতি!

এই পাঠ শেষে তুমি-

১. ইসলামের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানতে পারবে।

২. ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি বর্ণনা করতে পারবে—সেটি হল আল্লাহর ইবাদত করা ও অন্য সব কিছুর ইবাদত ত্যাগ করা।

৩. কিছু কুফরি, শিরকি এবং রিদ্দায় পতিত গোষ্ঠীকে চিনতে পারবে। যেমন: রাফেজী, নুসাইরী, সেকুলার, গণতন্ত্রী প্রভৃতি।

৪. ওয়ালাহ ও বারাআর আকিদা গ্রহণ করবে; ইসলামকে ভিত্তি করে ভালোবাসবে ও ঘৃণা করবে। জাতীয়তা বা গোষ্ঠীগত পক্ষপাতিত্ব নয়।

ইসলাম হলো—আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা, তাঁর আনুগত্যে নিজেকে সঁপে দেওয়া এবং শিরক ও শিরককারীদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি দুটি বিষয়:

১. একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা এবং এর ভিত্তিতেই মিত্রতা নির্ধারণ করা। পাশাপাশি যারা আল্লাহর ইবাদত পরিত্যাগ করে তাদের কাফের বলা।

২. আল্লাহর সাথে শিরক করা থেকে নিষেধ করা এবং এর ভিত্তিতে শত্রুতা নির্ধারণ করা। পাশাপাশি শিরকে লিপ্ত লোকদের তাকফির করা।

সুতরাং, আমি মুসলমান—আমি কুফর, শিরক এবং রিদ্দাহ ঘৃণা করি এবং এগুলোর সাথে যারা জড়িত তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করি।

আমি মুসলমান—আমি কাফের, মুশরিক এবং মুরতাদদের পছন্দ করি না; আমি তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করি এবং তাদের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক

ও সাদৃশ্য রাখি না।

আমি মুসলমান—আমি শিয়া রাফেযী, নুসাইরি, ধর্মনিরপেক্ষবাদী, গণতন্ত্রবাদী এবং অন্যান্য মুরতাদদের ঘৃণা করি এবং তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করি।

অনুশীলনী

১. দ্বীনে ইসলামের মূল ভিত্তি দুটি:
একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করা এবং.................
আল্লাহর সাথে শিরক করা থেকে বিরত থাকা এবং.................
২. আমি একজন মুসলিম, আমি শিয়া, রাফেদি, নুসাইরি ও গণতান্ত্রিকদের ঘৃণা করি, কেননা তারা................. !

নিম্নোক্ত বাক্যগুলো পুনরায় লিখ :
১. আমি মুসলমান, আমি কাফের ও মুরতাদদের ঘৃণা করি এবং তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করি।

....

২. আমি একজন মুসলিম, আমি আমার মুসলিম ভাইকে ভালবাসি ও তাকে সাহায্য করি, যদিও সে আমার আত্মীয় বা দেশীয় না হয়।

....

৩. আমি একজন মুসলিম। আমি কাফের ও মুরতাদদের ঘৃণা করি, তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করি, যদিও তারা আমার আত্মীয় বা দেশের হয়।

....

৪. ইসলাম আমাদের ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী বানায়, আর জাতিয়তাবাদ আমাদের পৃথক ও দুর্বল করে।

....

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা:

১. ইসলাম শব্দের প্রকৃত অর্থ বোঝানো এবং ব্যাখ্যা করা যে, কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত তাওহীদের সঠিক বাস্তবায়ন করতে পারবে না- যতক্ষণ না সে তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং শিরক ও শিরককারীদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে।

২. শিক্ষার্থীদের মনে 'ওয়ালাহ ও বারাআ'র আকিদা মজবুত করা। যেন সে মুসলমানকে ভালোবাসে ও সাহায্য করে, চাই সে আমেরিকান বা আলমেনিয়ান হোক ; আর কাফেরকে ঘৃণা করা, চাই সে তার বাবা, ভাই বা প্রতিবেশী হোক।

৩. কিছু মুরতাদ গোষ্ঠীর (যেমন: রাফেজী, নুসাইরী, সেকুলার, গণতন্ত্রী) উদাহরণ দেওয়া এবং তাদের শিরকি কার্যকলাপের কিছু দিক তুলে ধরা।

দশম পাঠ

আমার নবী মুহাম্মদ ﷺ

এই পাঠ শেষে তুমি-

১. তোমার নবী মুহাম্মদ ﷺ এর বংশপরিচয় বলতে পারবে।

২. জানতে পারবে—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ-কে সমস্ত মানবজাতির জন্য প্রেরণ করেছেন।

৩. নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। আর তা হল- মানুষকে তাওহীদের দিকে আহ্বান করা।

প্রথম অংশ

আমার নবী হলেন মুহাম্মদ ﷺ, যিনি আব্দুল্লাহর পুত্র, আব্দুল মুত্তালিবের পৌত্র, হাশেমি, কুরাইশি ও আদনানী বংশের।

আল্লাহ তাঁকে সমগ্র মানবজাতির নিকট প্রেরণ করেছেন; যেন তিনি তাদের একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য আহ্বান করেন এবং আল্লাহ ছাড়া সব কিছুর ইবাদত বর্জন করতে বলেছেন।

অনুশীলনী

১. নিচের শূন্যস্থান পূরণ কর উপযুক্ত শব্দ দিয়ে:

আমার নবীর নাম হলো.........................

আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেছেন.........................

তাদের আহ্বান করার জন্য — একমাত্র.......................... দিকে
এবং বর্জন করতে.......................... অন্য কিছুর

শিক্ষকের জন্য নির্দেশিকা:

১. তিনি ছাত্রদের ব্যাখ্যা করে বুঝাবেন, আল্লাহর করুণার নিদর্শন হলো, তিনি তাঁর বান্দাদের নিকট মুহাম্মদ ﷺ-কে প্রেরণ করেছেন—ফলে তিনি তাদের একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করেছেন ।

২. নবী মুহাম্মদ ﷺ-কে ভালোবাসার প্রমাণ হলো—তাঁর আনুগত্য করা, তাঁর অনুসরণ করা, তাঁর সুন্নাহ মেনে চলা এবং তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে দূরে থাকা।

৩. নবী ﷺ-এর নাম উচ্চারিত হলে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেওয়া।

৪. নবী ﷺ-এর জন্মের ঘটনা, তাঁর মহান বংশপরিচয়, তাঁর কিছু সুন্নত ও গুণাবলি, মুশরিকদের বিরুদ্ধে তাঁর জিহাদ, সাহসিকতা ও দৃঢ়তা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে ব্যাখ্যা করা।

দ্বিতীয় অংশ

এই পাঠ শেষে তুমি-

১. বুঝতে পারবে- রাসূল ﷺ কে ভালোবাসার অর্থ হলো- তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করা।

২. অনুধাবন করবে—যে রাসূল ﷺ-কে মানে, সে জান্নাতে যাবে; আর যে অমান্য করে, সে জাহান্নামে যাবে।

৩. রাসূল ﷺ-এর আদেশ অমান্য করা থেকে সতর্ক থাকবে।

যে ব্যক্তি রাসূল ﷺ কে অনুসরণ করবে, সে জান্নাতে যাবে; আর যে তাঁর অবাধ্য হবে, সে জাহান্নামে যাবে।

আমার কর্তব্য হলো—আমি যেন রাসূল ﷺ কে ভালোবাসি এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী চলি এবং তাঁকে অমান্য না করি।

অনুশীলনী

১. শূন্যস্থান পূরণ কর উপযুক্ত শব্দ দিয়ে:

যে রাসূল ﷺ-কে মানে, সে __________প্রবেশ করবে।

যে রাসূল ﷺ-এর অবাধ্য হয়, সে __________ প্রবেশ করবে।

রাসূল ﷺ-এর গুণাবলি: সত্যবাদিতা___________!

২. নবীজির নাম শুনলে তুমি কী বলবে?

শিক্ষক নির্দেশিকা :

১. ছাত্রদেরকে নবী ﷺ-এর আনুগত্য ও ভালোবাসার প্রতি উৎসাহিত করা এবং তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করা থেকে সতর্ক করা —এবং এটি কুরআন-হাদীস থেকে প্রমাণের মাধ্যমে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়া।

২. নিম্নোক্ত হাদিস আলোচনা করা, যে ব্যক্তি নবী ﷺ কে ভালোবাসবে সে তাঁর সঙ্গে জান্নাতে থাকবে—যেমন হাদীসে এসেছে: "মানুষ তার প্রিয় ব্যক্তির সাথেই থাকবে।" [সহিহ বুখারি]

৩. নবী ﷺ-এর কিছু গুণাবলি উদাহরণসহ আলোচনা করা—যেমন: সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা, দুনিয়া বিমুখতা, সাহসিকতা! যাতে নবীজির প্রতি শিক্ষার্থীদের মহব্বত আরো বৃদ্ধি পায়।

৪. সাহাবায়ে কেরাম নবীজিকে কেমন ভালোবাসতেন এবং কতটা নিঃশর্তভাবে আনুগত্য করতেন- সেসব ঘটনা তুলে ধরা।

এগারতম পাঠ

কুরআনুল কারীম আমার কিতাব

এই পাঠ শেষে তুমি-

১. জানতে পারবে—কুরআনুল কারীম আল্লাহ তাআলার বাণী।

২. কুরআনকে সম্মান করবে, তার বড়ত্ব অনুধাবন করবে এবং তাকে ভালবাসবে।

৩. কুরআনের আদেশ মান্য করতে শিখবে এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকবে।

৪. বুঝতে পারবে—আল্লাহ কুরআন কেবল তিলাওয়াতের জন্য নাজিল করেননি, বরং আমল করার জন্যই তা নাজিল করেছেন।

আমি একজন মুসলিম , আমার কিতাব হলো কুরআনুল কারীম।
আল্লাহ তাআলা এটি তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ এর ওপর অবতীর্ণ করেছেন। কুরআনুল কারীম আল্লাহ তাআলার বাণী। প্রতিটি মুসলমানের ওপর কুরআনুল কারীমকে ভালোবাসা, তা পড়া এবং তার ওপর আমল করা ফরজ।

আমি সূরা ফাতিহা মুখস্থ করেছি এবং তা সালাতে পাঠ করি। আমি আয়াতুল কুরসী ও তিনটি মু'আওয়াযাত মুখস্থ করেছি এবং সকাল ও সন্ধ্যায় এগুলো পড়ি।

অনুশীলনী

১. আল্লাহ তাআলা কোন কিতাব মুহাম্মদ ﷺ এর উপর নাজিল করেছেন?

২. শূন্যস্থান পূরণ কর উপযুক্ত শব্দ দিয়ে:
ক. আমি একজন মুসলিম, আমার কিতাব........................কারীম।
রাসুল সা. বলেছেন, তোমাদর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল ঐ ব্যক্তি যিনি..................
আমি সুরা ফাতিহা মুখস্থ করেছি, এবং তা........................পাঠ করি।
আমি আয়াতুল কুরসি ও তিনটি মুয়াওআযাত
মুখস্ত করছি এবং এগুলো........................পাঠ করি।

শিক্ষকের নির্দেশিকা:

১. শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত ভাষায় হেরা গুহায় কুরআন প্রথম নাযিল হওয়ার ঘটনা বলবেন।

২. শিক্ষার্থীদের অন্তরে কুরআনের মহব্বত ও মর্যাদা স্থাপন করা।
কুরআন শিখা ও শেখানোর গুরুত্ব বোঝানো—কারণ নবী ﷺ বলেছেন: “তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে, যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শেখায়।” [সহিহ বুখারি]

৩. কুরআন তিলাওয়াত হলে মনোযোগ সহকারে শ্রবণের নির্দেশ দেওয়া । যেমনটা আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তা নিরব থেকে শ্রবণ কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হতে পার।

৪. ছাত্রদের বুঝাবেন, কোরআন আল্লাহ তাআলা কেবল তিলাওয়াতের জন্য নাজিল করেননি, বরং সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ প্রদান, এর দ্বারা বিচার কার্য সম্পাদন করা এবং উত্তম চরিত্র গঠনের জন্যই অবতীর্ণ করেছেন ।

ফিকহ

সূচিপত্র

প্রথম পাঠ

পবিত্রতা

এই পাঠ শেষে তুমি-

১. পবিত্রতা অর্জন করা যায় এমন পানির পরিচয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা লাভ করবে।

২. বুঝতে পারবে, পায়খানা বা প্রস্রাবের পর কীভাবে পরিষ্কার করতে হয়।

৩. বলতে পারবে, নামাজের জন্য কোন জিনিস থেকে অপবিত্রতা দূর করতে হয় (যেমন কাপড়, শরীর, নামাজের স্থান)।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে পবিত্রতার নির্দেশ দিয়েছেন।
পবিত্রতা অর্জন করা ফরজ (আবশ্যক)।
প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করার পর পায়খানা ও পেশাবের জায়গা পবিত্র পানি দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করা আমার উপর অবশ্য কর্তব্য।
যে পানি স্বভাবগতভাবে পরিষ্কার ও পবিত্র থাকে—যেমন নদী, সমুদ্র ও বৃষ্টির পানি, ইত্যাদি—সেই পানি দিয়েই পবিত্রতা অর্জন করা হয়।
পবিত্রতা হলো: কাপড়, দেহ এবং নামাজ পড়ার জায়গা থেকে পবিত্র পানি দ্বারা নাপাকি দূর করা।
পবিত্র পানি দ্বারা নামাজের পূর্বে অজু করা পবিত্রতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ।
যদি পানি না থাকে, তবে তায়াম্মুম করা হয়—এটি এক ধরনের পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম।

অনুশীলনী

১. (✔/✗ দিয়ে উত্তর দাও) কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল?
ক. অজু করে তারপর নামাজ পড়ি।
খ. নামাজ পড়ে তারপর অজু করি।

২. নিচের কোন জিনিস দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা যায় ?
ক. আঙ্গুরের রস
খ. পানি

৩. নিম্নের বাক্যটি সঠিকভাবে পুনরায় লিখ:
"আমি প্রয়োজন পূরনের পর পবিত্র পানি দিয়ে পায়খানা ও পেশাবের জায়গা পরিষ্কার করি।"

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা
১. উদাহরণসহ পবিত্র পানির পরিচয় বর্ণনা করবেন।
২. পায়খানা ও প্রস্রাব করার পর শরীর থেকে অপবিত্রতা দূর করার জন্য পাথর, টিস্যু ব্যবহার করা যায় এ ব্যাপারে আলোচনা করবেন।
৩. শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে শেখাবেন : নাপাকি দূর করতে বাম হাত ব্যবহার করতে হয়।
৪. পবিত্রতা সংক্রান্ত কিছু আয়াত শিক্ষার্থীদের শোনানো যেতে পারে।
৫. বাথরুমে প্রবেশের দোয়া শেখাবেন :

اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث

হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুষ্ট পুরুষ-জ্বিন ও দুষ্ট নারী-জ্বিনের অনিষ্ট থেকে।

৬. বাথরুম থেকে বের হবার দোয়া শেখাবেন :

غفرانك

হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই

দ্বিতীয় পাঠ

অজু করার পদ্ধতি ও অজু ভঙ্গের কার

এই পাঠ শেষে তুমি-

১. জানতে পারবে, অজুর নিয়ত করতে হয় মনে মনে।

২. শুদ্ধভাবে অজু করতে পারবে।

৩. অজুতে কোন কোন অঙ্গ কতটুকু ধৌত করতে হবে, জানতে পারবে।

৪. অজু ভঙ্গের কারণ জানতে পারবে।

যায়েদ বলল: আমি মুসলমান। আমি সালাতের আগে পবিত্র পানি দিয়ে অজু করি।

আমর জিজ্ঞাসা করল: যায়েদ! তুমি কিভাবে অজু করো?

যায়েদ_ মনে মনে অজুর নিয়ত করে_ উত্তর দিল: অজুতে আমি নিম্নোক্তকাজগুলো করি:

১. বিসমিল্লাহ বলি।

২. আমার উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করি।

৩. কুলি করি, নাকে পানি দেই এবং নাক পরিষ্কার করে তিনবার।

৪. চুলের গোড়া থেকে নিয়ে থুতনির নিচ পর্যন্ত এবং ডান কান থেকে নিয়ে বাম কান পুরো চেহারা ধৌত করি তিনবার।

৫. হাতের আঙ্গুল থেকে নিয়ে কনুই পর্যন্ত দুই হাত তিনবার ধৌত করি।

৬. উভয় হাত দিয়ে সামনে থেকে নিয়ে পেছন পর্যন্ত পুরো মাথা মাসেহ করি । তারপর আবার হাত দুটো পেছন থেকে সামনে পর্যন্ত আনি। শাহাদাত ও কনিষ্ঠা আঙ্গুল দিয়ে কানের ভেতরে ও বাইরে একবার মাসেহ করি।

৭. উভয় পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধৌত করি।

৮. সবশেষে বলি,

أشهَدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبدُه ورسولُه، اللَّهمَّ اجعَلْني مِن التَّوَّابِينَ، واجعَلْني مِن المتطهِّرِينَ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক এবং তার কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

তখন আমর জিজ্ঞাসা করল: আচ্ছা যায়েদ! কখন অজু ভেঙে যায়?

যায়েদ জবাব দিল: বেশ কয়েকটি কারণে অজু ভেঙে যায়। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ হলো-

১. পায়খানা বা পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া। পেশাব, পায়খানা বা বায়ু।

২. গভীর ঘুম।

৩. অচেতন হয়ে যাওয়া।

৪. উটের গোস্ত খাওয়া।

আমর বলল: যদি আমার এ ধরনের কোন পরিস্থিতি হয়, তাহলে কি আমি সালাত আদায় করতে পারব না?

যায়েদ বলল: হুম। এমন কিছু ঘটলে তোমার পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে। তখন তুমি নতুন করে অজু না করে আর সালাত আদায় করতে পারবে না।

আমর বলল: যায়েদ আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

অনুশীলনী

১. হাতের কনুই এবং পায়ের টাখনুর সীমা নির্ধারণ কর।
২. নিচের কোনটা অজু ভঙ্গের কারণ বল।
ক. অচেতন হওয়া।
খ. তন্দ্রা।
গ. গভীর ঘুম।
ঘ. নাকে ময়লা বের হওয়া।
ঙ. বায়ু নির্গত হওয়া।
চ. পোশাক খোলা।
৩. অজুর শেষে তুমি কোন দুআটি পড়বে?

শিক্ষক নির্দেশিকা

১. শিক্ষক ছাত্রদেরকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে গিয়ে সরাসরি অজু করে দেখাবেন।
২. অজুর সময় তিনি তাদেরকে প্রত্যেক অঙ্গের সীমারেখা এবং তা ধৌত করার পদ্ধতি ভালো করে বুঝিয়ে দিবেন।
৩. কিছু শিক্ষার্থীকে সবার সামনেই অজু করতে বলবেন।
৪. শিক্ষার্থীদেরকে অজুর অঙ্গগুলোর সীমারেখা নির্ধারণ করতে বলবেন।
৫. সব ছাত্রদের অজু করা পর্যবেক্ষণ করবেন।
৬. ছাত্রদেরকে বিশেষভাবে মনে করিয়ে দিবেন, অজুতে প্রত্যেক অঙ্গ একবার ধৌত করা ফরজ আর তিনবার ধৌত করা সুন্নত।
৭. উভয় হাত ও পা ধৌত করার ক্ষেত্রে সুন্নত হলো আগে ডান হাত ও ডান পা ধৌত করা।

৮. ছাত্রদেরকে অজুর শেষে দুআ করার ফযিলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে বলবেন। যেমনটা হাদিসে এসেছে। মুসলিম শরীফে ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ যদি অজু করে এবং ভালো করে অজু শেষ করে বলে:

أشهَدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهَدُ أنَّ مُحمَّدًا عبدُه ورسولُه

তাহলে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। সে এগুলোর যে কোনো একটি দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। তিরমিজি শরীফে এই উপরোক্ত দুআর সাথে আরেকটু বৃদ্ধি হয়েছে

اللَّهمَّ اجعَلْني مِن التَّوَّابِينَ، واجعَلْني مِن المتَطهِّرِينَ

বাড়তি এই অংশটুকুর বর্ণনাও সহীহ।

৯. ছাত্রদেরকে পানির নেয়ামতের মূল্যায়ন করতে শেখাবেন। যেন তারা পানির অপচয় না করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র এক সা' পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করতেন আর এক মুদ পরিমাণ পানি দিয়ে অজু করতেন। মুদ হলো- মধ্য বয়সি একজন মানুষের উভয়ই হাতে যতটুকু পানি ধারণ করবে ততটুকু।

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: সমুদ্রের পারে অজু করলেও পানি অপচয় করা নিষেধ।

১০. যেসব কারণে অজু ভেঙ্গে যাবে সেসব কারণগুলো ব্যাখ্যা করা।

১১. পায়খানা ও পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হলে অজু ভেঙ্গে যায়- এ বিষয়টি ভালো করে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া।

তৃতীয় পাঠ

সালাত

এই পাঠ শেষে তুমি-

১. ইসলামে সালাতের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করতে পারবে।

২. দিন রাতের ফরজ সালাত জানতে পারবে।

৩. প্রত্যেক সালাতের রাকাত সংখ্যা জানতে পারবে।

সালাত ইসলামের দ্বিতীয় রুকন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র পরই সালাতের অবস্থান। সকল মুসলমানের উপর সালাত আদায় করা ফরজে আইন। ইচ্ছাকৃত সালাত পরিত্যাগ করা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

কিসে তোমাদের জাহান্নামে নিয়ে এসেছে? তারা বলল: আমরা সালাত আদায়কারী ছিলাম না। [সূরা মুদ্দাসসির, আয়াত ৮২-৮৩]

দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ সালাত। ফজর; দুই রাকাত

যোহর; চার রাকাত

আসর; চার রাকাত

মাগরিব; তিন রাকাত

ইশা; চার রাকাত

অনুশীলনী

১. নিচের শূন্যস্থান পূরণ কর। ইসলামের রুকনগুলো হলো: শাহাদাতাইন,...................., যাকাত, সাওম, হজ।

২. দিনের শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ফরজ সালাতগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখ।

৩. কোন সালাত তিন রাকাত বিশিষ্ট?

৪. কোন কোন দিনের বেলায় আদায় করা হয়?

৫. প্রত্যেক সালাতের নাম ও রাকাত সংখ্যা বল।

৬. কোন কোন সালাত চার রাকাত বিশিষ্ট?

৭. কোন সালাত দুই রাকাত বিশিষ্ট?

৮. কোন কোন সালাত রাতে আদায় করা হয়?

৯. নিচের বাক্যগুলো পুনরায় লিখ।

ক. আমি সালাত আদায়ে বিলম্ব করি না।

খ. যত্ন সহকারে সালাত আদায় করা জান্নাতে যাওয়ার উপায়।

গ. সালাত পরিত্যাগ করা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ।

ঘ. আমি যদি ইমামের পিছনে সালাত আদায় করি তাহলে সবকিছুতেই তার অনুসরণ করি।

শিক্ষক নির্দেশিকা

১. শিক্ষক ছাত্রদের বলবেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি আর সালাত হলো তার মধ্যে অন্যতম।

২. ছাত্রদেরকে ধীরস্থির ও বিনম্রভাবে সালাত আদায়ে উৎসাহিত করবেন।

৩. ছাত্রদেরকে গুরুত্ব সহকারে যথাসময়ে সালাত আদায়ের জন্য উৎসাহ দিবেন।

৪. গুরুত্ব সহকারে সালাত আদায়ের ফযিলত জানাবেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ
الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

যারা তাদের সালাতের ব্যাপারে যত্নবান। তারাই উত্তরাধিকারী হবে- তারা উত্তরাধিকারী হবে জান্নাতুল ফিরদাউসের। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। [সূরা মুমিনুন ৯-১১]

৫. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আল্লাহর কাছে কোন আমল সবচেয়ে বেশি প্রিয়? তখন তিনি বলেছেন, সময়মতো সালাত আদায় করা। মুসলিম শরীফ

৬. সালাত পরিত্যাগ করার ভয়াবহতা বর্ণনা করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمِ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

আমাদের এবং কাফিরদের মধ্যে পার্থক্যকারী আমল হলো সালাত। যে সালাত ছেড়ে দিল সে কুফরী করল। [সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৪৬৩]

চতুর্থ পাঠ

সালাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি

এই পাঠ শেষে তুমি-
১. সঠিকভাবে সালাত আদায় করতে শিখবে।
২. রুকু ও সাজদার তাসবিহ ভালোভাবে জানবে
৩. সালাতের গুরুত্ব অনুধাবন করবে এবং বিনম্রভাবে সালাত আদায় করতে শিখবে।

যায়েদ যোহরের আযান শুনল, তাই সে অজু করে সালাতে দাঁড়াল।
তখন আমর তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কিভাবে সালাত আদায় করো?
যায়েদ_ মনে মনে সালাতের নিয়ত করে_ উত্তর দিল, আমি নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে সালাত আদায় করি:
১. প্রথমে আমি কেবলামুখী হয়ে আমার সামনে সুতরা রাখি এবং আল্লাহু আকবার বলে দুই হাত দুই কান বরাবর উঠিয়ে তাকবীরে তাহরিমা বলি। কান বরাবর হাত উঠানোর সময় হাতের আঙ্গুলগুলো সোজা এবং মিলিয়ে রাখি। আর তখন আমি সাজদার জায়গায় তাকিয়ে থাকি।

২. আমি আমার ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠ ও বাহুর উপর রেখে উভয় হাত বুকের উপর বাঁধি। তারপর সূরায়ে ফাতেহা পাঠ করি এবং কোরআন থেকে সহজ কিছু অংশ পাঠ করি।

৩. তারপর তাকবীর বলে রুকুতে যাই। এ সময় উভয় হাত কান বরাবর ওঠাই।

রুকুতে গিয়ে দুই হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁকা ফাঁকা রেখে উভয় পায়ের হাটু আকড়ে ধরি। এ সময় আমার পিঠ ও মাথা বরাবর থাকে। তারপর তিনবার বলি: 'সুবাহানা রাব্বিয়াল আযিম' (আমি আমার সুমহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।)

৪. তারপর রুকু থেকে মাথা উত্তোলন করি এবং এসময় উভয় হাত কান বরাবর উঠাই। রুকু থেকে উঠতে উঠতে বলি 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা' (যে বান্দা আল্লাহর প্রশংসা করেছে আল্লাহ তা শুনেছেন) এরপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলি: 'রাব্বানা অয়ালাকাল হামদু' (হে আমাদের রব! আপনার জন্যই সকল প্রশংসা।)

৫. তারপর আল্লাহু আকবার বলে সাজদায় চলে যাই। এ সময় আর হাত উঠাই না। আমার কপাল, নাক, উভয় হাত ও উভয় হাটু এবং উভয় পায়ের অংশবিশেষ মাটিতে রেখে সাজদা করি। এ সময় আমার উভয় হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী থাকে। তারপর তিনবার বলি: 'সুবাহানাল্লাহ রাব্বিয়াল আলা'(আমি আমার সুউচ্চ ও সুমহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।)

৬. তারপর আল্লাহু আকবার বলে সোজা হয়ে বসি। এ সময়ই দুই সিজদার মাঝখানে বসে বসে বলি: রাব্বিগফিরলি, রাব্বিগফিরলি। হে আমার রব আমাকে ক্ষমা করুন! হে আমার রব আমাকে ক্ষমা করুন।

৭. তারপর আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় সাজদা করি। আগের মতই যথানিয়মে সাজদায় তিনবার বলি: 'সুবাহানাল্লাহ রাব্বিয়াল আলা'। (আমি আমার সুউচ্চ ও সুমহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।)

৮. তারপর আল্লাহু আকবার বলে সেজদা থেকে উঠে দাঁড়াই। এরপর আবার প্রথম রাকাতে যা যা করেছিলাম তাই করি।

৯. দ্বিতীয় রাকাতের পর তাশাহহুদের জন্য বসি।

১০. তারপর আবার প্রথম দু'রাকাতের মতই বাকি দু'রাকাত সালাত আদায় করি। কিন্তু এবারে দাঁড়ানো অবস্থায় কেবল সুরায়ে ফাতেহা পাঠ করি।

১১. চতুর্থ রাকাত শেষে বসি এবং শেষবার তাশাহহুদ পাঠ করি। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরুদ পড়ি।

১২. তারপর আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে আমার ডানে ও বামে সালাম ফিরাই। সালাম ফিরানোর মাধ্যমে আমার সালাত সমাপ্ত হয়।

আমর বলল: যায়েদ আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

অনুশীলনী

১. সঠিক উত্তর চিহ্নিত কর।

১. সালাতের সময় আমি তাকিয়ে থাকি..
ক. ছাদের দিকে।
খ. সাজদার জায়গায়।
গ. দেয়ালে।

২. আমি সাজদায় বলি:

ক. সুবাহানাল্লাহ রাব্বিয়াল আলা।

খ. সুবাহানা রাব্বিয়াল আযিম।

৩. রুকুর সময় আমি আমার উভয় হাত রাখি

ক. উভয় হাঁটুতে।

খ. পায়ের টাখনুতে।

৪. সালাতে আমরা যে কেবলার অভিমুখী হই সেটা হল-

ক. মদিনা ।

খ. মক্কা।

গ. বাইতুল মাকদিস।

২. নিচের শূন্যস্থান পূরণ কর।

সালাম ফেরানোর সময় আমি বলি...............।

শিক্ষক নির্দেশিকা

১. শিক্ষক ছাত্রদেরকে সালাতের নির্ধারিত জায়গায় নিয়ে যাবেন।

২. প্রথমে শিক্ষক নিজে সকল ছাত্রদের সামনে সালাত আদায় করে দেখাবেন। সালাতের প্রত্যেকটা রুকন ও বিধান তিনি তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিবেন ।

৩. তারপর কয়েকজন ছাত্রকে তিনি সবার সামনে সালাত আদায় করতে বলবেন

। তাদের সালাত আদায় পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ভুলগুলো শুধরিয়ে দিবেন।
৪. সকল ছাত্রদের সালাত আদায় পর্যবেক্ষণ করবেন।
৫. ছাত্রদেরকে বুঝিয়ে দিবেন, সালাতের নিয়ত করতে হয় মনে মনে। মনে মনে নিয়ত না করলে কেবল নিয়তের উচ্চারণ যথেষ্ট হবে না।
৬. সাজদা সাতটি অঙ্গ মাটিতে রাখতে হয় এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করে দিবেন। সেগুলো হলো- কপাল ও নাক, উভয়ই হাত ও হাটু এবং উভয় পায়ের অংশবিশেষ।
৭. সালাতে প্রথম তাশাহহুদ ও দুই সাজদার মাঝখানে সময় কিভাবে বসতে হয় ভালো করে শিখিয়ে দেবেন। বসার পদ্ধতিটা হল- সালাত আদায়কারী ব্যক্তি তার বাম পায়ের পেটের উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া করে রাখবে। ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী থাকবে। দুই হাত রাখবে উভয় রানের উপর।
৮. আর সালাত যদি চার রাকাত বা তিন রাকাত বিশিষ্ট হয় তাহলে শেষ তাশাহহুদের বৈঠকে তাওয়াররুকের সুরতে বসবে। এর পদ্ধতি হলো- বাম নিতম্ব জমিনে বিছিয়ে বসবে এবং বাম পা ডান টাখনুর নিচ দিয়ে বের করে রাখবে। ডান পা খাড়া করে রাখবে এবং চাইলে বিছিয়েও রাখতে পারবে।
৯. তাকবীরের সময় হাত উঠানোর পদ্ধতি ব্যাখ্যা করবেন। সেটা হল- দুই হাতের আঙ্গুলগুলো সোজা ও মিলানো থাকবে এবং উভয় হাত কান বরাবর পৌছুবে। হাত উঠানো হবে চার অবস্থায়।
তাকবীরে তাহরিমার সময়
রুকুর সময়
রুকু থেকে ওঠার সময়
এবং প্রথম তাশাহহুদ থেকে ওঠার সময়।
১০. ছাত্রদেরকে ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন, সালাতের সব বিধান ধীরস্থিরভাবে

আদায় করতে হবে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ وَقَالَ " ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ". فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " ثَلاَثًا. فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِي. فَقَالَ " إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا ".

আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন একজন সাহাবী এসে সালাত আদায় করলেন। অতঃপর তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সালাম করলেন। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, আবার গিয়ে সালাত আদায় কর। কেননা, তুমিতো সালাত আদায় করনি। তিনি ফিরে গিয়ে পূর্বের মত সালাত আদায় করলেন। অতঃপর নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সালাম করলেন। তিনি বললেনঃ ফিরে গিয়ে আবার সালাত আদায় কর। কেননা, তুমি সালাত আদায় করনি। এভাবে তিনবার বললেন। সাহাবী এসে বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন- আমিতো এর চেয়ে সুন্দর করে সালাত আদায় করতে জানি না। কাজেই আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেনঃ যখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়াবে, তখন তাকবীর বলবে। অতঃপর কুরআন হতে যা তোমার পক্ষে সহজ তা পড়বে। অতঃপর রুকু’তে যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকূ’ করবে। অতঃপর সিজদা হতে উঠে স্থির হয়ে বসবে। আর তোমার পুরো সালাতে এভাবেই করবে। [সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৭৫৭]

১১. ছাত্রদেরকে ভালো করে স্মরণ করিয়ে দিবেন, রুকু ও সাজদার তাসবিহ

কমপক্ষে তিনবার পড়া সুন্নাহ।

১২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে সালাম ফেরাতেন সেটা শিখিয়ে দিবেন। সাদ বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডানে ও বামে সালাম ফিরাতে দেখেছি এবং এমনকি তার গালের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখেছি।

১৩. ছাত্রদেরকে ফরজ সালাত মসজিদে আদায় করতে উৎসাহিত করবেন এবং জামাতে সালাত আদায় করার ফজিলত বলবেন।

পঞ্চম পাঠ

তাশাহহুদ

এই পাঠ শেষে তুমি-

১. সালাতে কোন সময় তাশাহহুদ পড়তে হয় জানতে পারবে।

২. তাশাহহুদ শিখবে।

৩. তাশাহহুদের জন্য কিভাবে বসতে হয় তাও জানতে পারবে।

সালাতে নিম্নোক্ত তাশাহহুদ পাঠ করতে হয়:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

কখন তাশাহহুদ পাঠ করতে হয়?

তাশাহহুদ পাঠ করতে হয়-

সালাতের দ্বিতীয় রাকাতের পর। এটাকে প্রথম তাশাহহুদ বলা হয়।

সালাতের শেষ রাকাতে। এটাকে শেষ তাশাহহুদ বলা হয়।

অনুশীলনী

১. শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক. প্রথম তাশাহহুদ পাঠ করতে হয়............

খ. দ্বিতীয়বার তাশাহহুদ পাঠ করা হয়.............

গ. কিছু সালাতে তাশাহহুদ পড়তে হয় ....বার

ঘ. কিছু সালাতে তাশাহহুদ পড়তে হয় ....বার

২. বলতো কোন নামাজে দুই তাশাহহুদ আর কোন নামাজে একটা তাশাহহুদ?

শিক্ষক নির্দেশিকা

১. তাশাহহুদের সময় কিভাবে আঙ্গুল উত্তোলন করতে হয় সেটা ছাত্রদের শিখিয়ে দিবেন।

২. তাশাহহুদের শব্দগুলো সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিবেন।

৩. ছাত্রদেরকে এটা বুঝিয়ে দেবেন যে, দুই রাকাত বিশিষ্ট সালাতে শুধু একটি তাশাহহুদ আর তিন রাকাত ও চার রাকাত বিশিষ্ট সালাতে দুটি তাশাহহুদ।

ষষ্ঠ পাঠ

দুরুদে ইব্রাহিম

এই পাঠ শেষে তুমি-

১. দুরুদে ইব্রাহিম মুখস্ত করবে।

২. সালাতের কোন সময় দুরুদে ইব্রাহিম পড়তে হয় জানতে পারবে।

৩. সালাতের প্রথম বৈঠক ও দ্বিতীয় বৈঠকের পার্থক্য বুঝতে পারবে।

৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দুরুদ পাঠ করতে আগ্রহী ও অভ্যস্ত হবে।

দুরুদে ইব্রাহিম হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শান্তি বর্ষণের প্রার্থনা। দুরুদে ইব্রাহিমের পাঠ নিম্নরূপ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

সালাতে কখন দুরুতে ইব্রাহিম পড়তে হয়?

শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠের পর এবং সালাম ফেরানোর আগে দুরুদে ইব্রাহিম পড়তে হয়।

অনুশীলনী

১. দুরুদে ইব্রাহিম মুখস্ত বল।
২. দুরুদে ইব্রাহিমের দুজন নবীর নাম এসেছে তাদের নাম বল।
৩. কখন দুরুদে ইব্রাহিম পাঠ করতে হয়?

শিক্ষক নির্দেশিকা

১. শিক্ষক ছাত্রদেরকে প্রয়োগিকভাবে শিখিয়ে দেবেন কখন কিভাবে দুরুদে ইব্রাহিম পাঠ করতে হয়।
২. সুন্দরভাবে ছাত্রদের সামনে দুরুদে ইব্রাহিমের শব্দগুলো ব্যাখ্যা করবেন।
৩. ছাত্রদেরকে উৎসাহ দেবেন যেন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম স্মরণ হলে কিংবা তার নাম উচ্চারণ করলে তার উপর দুরুদ পাঠ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরুদ পাঠ করল, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশবার শান্তি বর্ষণ করবেন এবং তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। [মুসনাদে আহমদ]

সপ্তম পাঠ

সালাত ভঙ্গের কারণ

এই পাঠ শেষে তুমি-

১. সালাত ভঙ্গের কারণ জানতে পারবে।

২. সালাত ভঙ্গের কারণ পরিহার করতে শিখবে।

৩. সালাত ভঙ্গের কারণ ও সালাত ভঙ্গ হওয়ার মাঝের যোগসূত্র বুঝতে পারবে।

বিভিন্ন কারণে সালাত ভঙ্গ হয়ে যায়। এর মধ্যে কয়েকটি হলো:

১. আহার করা।

২. পান করা।

৩. কথা বলা।

৪. শব্দ করে হাসা।

৫. অজু ভেঙ্গে যাওয়া।

৬. আমলে কাছির তথা অত্যধিক নড়াচড়া করা।

অনুশীলনী

১. সালাতের সময় আমরের মুখে কিছু মিষ্টি ছিল আর সে তা খেয়ে ফেলেছে । তার সালাত কী হবে? কেন?

২. কী কী কারণে সালাত ভঙ্গ হয় বল।

৩. নিচের কোনটি সালাত ভঙ্গের কারণ নির্ণয় কর ।

ক. শব্দ করে হাসা।
খ. চোখে এদিক সেদিক তাকানো।
গ. কথা বলা।
ঘ. শ্বাস নেওয়া।
ঙ. হাই তোলা।
চ. পান করা।
ছ. হাচি দেওয়া
জ. আহার করা।

শিক্ষক নির্দেশিকা

১. ছাত্রদেরকে সালাত ভঙ্গের কারণগুলো বুঝিয়ে দিবেন।
প্রত্যেকটা কারণ ব্যাখ্যা করবেন।
২. কোন ধরনের হাসিতে সালাত ভাঙ্গা হয় সেটা বুঝিয়ে দিবেন। সেটা হলো অট্টহাসি। কেবল মুচকি হাসিতে সালাত ভঙ্গ হয় না।
৩. আমলে কাছিরের ব্যাখ্যা করবেন।
সালাতে বিনম্র হওয়ার গুরুত্ব বোঝাবেন।

শিক্ষকের জন্য সুসংবাদ

সম্মানিত শিক্ষক! আপনি মুসলমান ছেলেমেয়েদেরকে তাদের দীন ও আকিদা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিরাট প্রতিদানের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কেননা যে ব্যক্তি কাউকে কোন ইলম শিক্ষা দেয় সে ওই আমল সম্পাদনকারীর ন্যায় প্রতিদান পায়। যেমনটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের স্পষ্ট বলেছেন। সহীহ মুসলিমে এসেছে

من دل علی خیر فله مثل اجر فاعله

যে ব্যক্তি কাউকে কোন ভালো কাজের সন্ধান দেয়, সে ওই ভালো কাজ সম্পাদনকারীর মত প্রতিদান পায়।

তিনি আরো বলেছেন:

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَه، لاَ يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً

যে ব্যক্তি (কাউকে) সৎপথের দিকে আহ্বান করবে, সে তার প্রতি আমলকারীদের সমান নেকী পাবে। এটা তাদের নেকীসমূহ থেকে কিছুই কম করবে না। [মুসলিম ২৬৭৪]

মুহতারাম! যদি আপনার নিয়ত বিশুদ্ধ থাকে তাহলে আপনার এই আমল আল্লাহর কাছে অনেক দামি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

তার চেয়ে ভালো কথা আর কার? যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং বলে আমি আত্মসমর্পণকারীদের একজন। [সূরা হামিম সাজদা, আয়াত ৩৩]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কতক মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন: এখানে প্রশ্নবোধক অব্যয় এসেছে দৃঢ়ভাবে নেতিবাচক অর্থ বোঝানোর জন্য। অর্থাৎ ওই ব্যক্তির চেয়ে ভালো কথা ও পদ্ধতি অন্য কারো হতে পারে না যে ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, অজ্ঞদের শিক্ষাদান করে এবং উদাসীনদের উপদেশ প্রদান করে। তাদেরকে আল্লাহর একত্ববাদ এর নির্দেশ প্রদান করে এবং ভালোভাবে ইবাদত করতে বলে। পাশাপাশি শিরক ও আল্লাহর নিষিদ্ধ সবকিছু বর্জন করতে বলে। তাফসীরে সাদী

বরং এ যুগে তো আপনার প্রতিদান আরো বহু গুণে বৃদ্ধি পাবে। কারণ এটা হল গুরাবাদের যুগ। এ যুগের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

অপরিচিত অবস্থায় ইসলামের সূচনা হয়েছে এবং যে অবস্থায় তার সূচনা হয়েছিল আবার সে রকম অপরিচিত অবস্থায় ইসলাম ফিরে আসবে। সুতরাং গুরাবা ও অপরিচিতদের জন্যই সু-সংবাদ।

তারপর গুরাবাদের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন

الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي

যারা আমার সুন্নাত বিপর্যস্ত হয়ে যাবার পর তা পুনরুজ্জীবিত করে। [তিরমিজি, হাদিস নং ২৬২৯-৩০]

আপনার হাতে যদি কেবল একজন মাত্র ছাত্র সঠিক পথের দীক্ষা গ্রহণ করে তাতেও আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। বরং আপনি অশেষ কল্যাণের

সুসংবাদ গ্রহণ করুন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ষকে লক্ষ্য করে বলেছেন।

فَوَاللهِ لَانْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

আল্লাহ্‌র কসম, যদি একটি ব্যক্তিও তোমার দ্বারা হিদায়াত লাভ করে, তবে তা তোমার জন্য লাল রংয়ের উটের চেয়েও উত্তম।

আপনার উচ্চ মর্যাদার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট যে আপনি সুমহান শিক্ষকতা তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পথেই চলছেন। তাকে মহান রাব্বুল আলামিন নির্দেশ দিয়েছিলেন তার পরবর্তী শিক্ষকদেরকে বলতে:

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

বলুন, এটাই আমার পথ- পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে আমি আল্লাহর দিকে ডাকি, আমি এবং যারা আমাকে অনুসরণ করে। আর আল্লাহ সর্বপ্রকার শিরক থেকে চিরপবিত্র, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। [সূরা ইউসুফ আয়াত ১০৮]

তাই আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে কোন প্রতিকূলতা আসলে এতে হতাশ হয়ে যাবেন না। কারণ আপনি যে আদর্শ প্রচার করছেন সেটা যে কেউ প্রচার করুক তার শত্রু লেগেই থাকবে।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

مكتبة الهمّة

মাকতাবাতুল হিম্মাহ

দাওলাতুল ইসলাম

নববি মানহায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত খিলাফাহ্

প্রথম প্রকাশ

জুমাদা আল-আওয়াল

হিজরি ১৪৪৭

مكتبة الهمّة

মাকতাবাতুল হিম্মাহ
দাওলাতুল ইসলাম
প্রথম প্রকাশ জুমাদা আল-আওয়াল
—— হিজরি ১৪৪৭ ——